দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 MAY 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এসএসসি পরীক্ষায় নবতম প্রযুক্তি প্রয়োগের মুহূর্তে শিক্ষকদের পরীক্ষা বর্জন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী শিক্ষামন্ত্রী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শিক্ষা মন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেছেন, এসএসসি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নবতম প্রযুক্তি প্রয়োগের মুহূর্তে শিক্ষকদের পরীক্ষা বর্জন করা পরীক্ষার্থী তথা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি। তিনি আরো বলেন, সরকার শিক্ষকদের অধিকাংশ দাবী মেনে নিয়েছে। অবশিষ্ট দাবী-দাওয়া পূরণের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া বিবেচনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। এ অবস্থায় পরীক্ষা বর্জন করে কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের মন-মানসিকতায় দুর্বিসহ অস্থিরতা সৃষ্টি সঠিক নয়। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ধর্মঘট স্থগিত করে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণে নিজদের নিয়োজিত করার জন্যে ধর্মঘটি শিক্ষকদের প্রতি পুনরায় আহবান জানান। তিনি অবশ্য বলেন,, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ধর্মঘট স্থগিত করায় সারা দেশের শতকরা ৮০ ভাগ

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

শিক্ষামন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক ইতোমধ্যেই কাজে যোগ দিয়েছেন। তাছাড়াও বিকল্প ব্যবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণের লোকবলসহ সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষক ধর্মঘট ও আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে গতকাল বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান এবং শিক্ষা সচিব জনাব এরশাদুল হক। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ভবন ও শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারী অংশ অব্যাহতভাবে বাড়ালে বেতন-ভাতা বাবদ বাড়তি অর্থ সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব বাজেট থেকে বহন করতে হবে এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এ অর্থ বাড়তি কর আরোপ করে যোগান দিতে হবে। কেননা সকল দাতা সংস্থাই ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বেতন-ভাতা প্রদান একাধারে জবাবদিহিতা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের পরিপন্থি বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। ফলশ্রুতিতে কোন দাতা সংস্থাই এখাতে কোন সহায়তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি ও অপারগতা প্রকাশ করেছে। তাছাড়া বর্তমানে প্রায় ১৭,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২,২০,০০০ শিক্ষক ও ৭০,০০০ কর্মচারীকে সরকারী অনুদান দেয়া হচ্ছে। এছাড়া আরও আনুমানিক ৩০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুদান প্রাপ্তির অপেক্ষায় আছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুর প্রেক্ষিতে এ সংখ্যা আগামীতে অব্যাহতভাবে বেড়ে যাবে। সরকারী রাজস্ব আয়ের তথা জনগণের কর প্রদানের সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষকদের ক্রমবর্ধিষ্ণু দাবী-দাওয়া মিটিয়ে সরকারের পক্ষে অপেক্ষকৃমাণ তথা নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতা বাবদ অনুদান প্রদান ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান বলেন, শিক্ষকদের বেতন স্কেলের ১০০ ভাগ দেয়ার পরিবর্তে টাইম স্কেল প্রদান চাকরি সুবিধার জন্য অধিকতর আকর্ষণীয়। কারণ বেতন-ভাতা বাবদ সরকারী অংশ বর্তমান ৭০% হতে ১০০% উন্নীত করা হলেও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রাপ্যতায় কোন তারতম্য হবে না কেননা, তাঁরা নির্দিষ্ট স্কেলে ও হারে বেতন পাবেন। কেবল মাত্র যে সব প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট ৩০% প্রদানে অপরাগ সে ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ১০০% প্রাপ্তিতে সুবিধা হবে। অন্যদিকে টাইম স্কেল দেয়ার ফলে তাঁরা চাকরিকালে পদোন্নতি তথা বর্ধিত স্কেলে বেতন-ভাতাদি পাওয়ার সুবিধা পাবেন এবং শিক্ষকদের প্রায় ৭৫% শিক্ষক-কর্মচারী এ সুবিধার আওতাধীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যবস্থা শিক্ষা পেশায় মেধা আকর্ষণ করবে, কেননা পদোন্নতি ও বর্ধিত স্কেল সুবিধা পেলে মেধাবী শিক্ষক এ পেশায় যোগদানে আগ্রহী হবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দকে এমপিও সংশোধন করে ০১-০৭-৯২ হতে ১৯৯১ সালের বেতন স্কেলের অনুপাতে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ সরকার প্রদত্ত অর্থ "বেতন ভাতা বাবদ সরকারী অংশ" নামে আখ্যায়িত করেছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের বিদ্যমান বেতন স্কেলে চাকরিকালে নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিত্তিতে ১ জুলাই ১৯৯৪ হতে টাইম স্কেল প্রদান করা হবে।

বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের মাসিক চিকিৎসা ভাতা ১ জুলাই ১৯৯৪ হতে ১৫০ টাকায় বৃদ্ধিকরা হয়েছে। চাকরি শেষে অবসরকালীন সময়ে শিক্ষকরা যাতে যত বছর চাকরি করেছেন তত মাসের বেতনের সম-পরিমাণ টাকা এককালীন পান তার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক সমিতিসমূহের সহায়তা গ্রহণ করে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সমস্যাদি সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিতকরণ ও নিরসনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কমিটি পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর পরও লিয়াজোঁ কমিটির ধর্মঘট অব্যাহত রাখা বাস্তবতা নয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ঢাকায় শিক্ষকদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ সাংবাদিক সম্মেলনের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তথাপি পুলিশ যদি অন্যায়ভাবে বিনা কারণে লাঠি চার্জ করে থাকেন তাহলে ঘটনার তদন্ত হতে পারে এবং ঘটনাটি হবে দুঃখজনক। তিনি অবশ্য বলেন, পুলিশের দিকটিও এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে— কোন্ পর্যায়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা লাঠিচার্জ করেছেন।